নামে কিবা আসে যায়

আহমেদ সাবের

কথায় বলে, নামে কি বা আসে যায়। ধরুন, আম কে যদি কেউ লিচু বলে ডাকতে শুরু করে, তবে ঐ ব্যাক্তির মস্তিষ্কের সুস্থ্যতা সম্পর্কে যদি কেউ সন্দেহ করে, তাকে দোষ দেয়া যায় না।

আরও ধরুন, ফার্মেসীর নাম দেয়া হলো, আবার খাব ফার্মেসী, কিংবা গোস্তের দোকানের নাম দেয়া হলো, লিটল ফ্লাওয়ার মিটস। কেমন শোনা যায়!

বলতে পারেন, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আকছারই হচ্ছে। সব সুশীলেরা সুশীল নাও হতে পারে। তাতে তো কেউ কি দোষ ধরে? কথাটায় যুক্তি আছে বটে। তবে, বাবা-মা সন্তানের নামকরণ করেন আগে; জীবন পড়ে থাকে সামনে। আগে ভাগে কি বলা যায়, সন্তান বড় হয়ে কি হবে?

কিন্তু আমরা যদি পূর্বাহ্নেই জানি, আমরা কিসের নামকরন করতে যাচ্ছি, জিনিষটার ধরন কি, ঐতিহ্য কি, ব্যবহার কি, সম্পৃক্ততা কি, তবে আগে ভাগেই কি একটু সাবধান হওয়া যায় না?

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পর, বঙ্গবন্ধুর নামে সবকিছুর নামকরনের হিড়িক পড়ে যায়। ভালবাসার একটা প্রচন্ড আবেগ সেখানে কাজ করেছিল। কিন্তু হৃদয় বাদ দিয়ে যদি মস্তিস্ক দিয়ে যদি ব্যাপারটা অনুধাবন করা যায়, তবে অসামঞ্জস্যতাটা ধরা পড়ে।

ফলে মোদ্দা কথায় কি দাঁড়াচ্ছে? নামকরনের মারপ্যাচে চন্দ্রিমা উদ্যান জিয়া উদ্যান হচ্ছে বা হচ্ছে না। বঙ্গবন্ধুর নাম কাটা যাচ্ছে, কিংবা লাগছে যমুনা সেতুর নামের সাথে, কিংবা জাতীয় ষ্টেডিয়ারে নামের সাথে। খালেদা জিয়ার নাম লাগছে কিংবা কাটা যাচ্ছে সোহারাওয়ার্দ্দি হাসপাতালের সাথে। আর নাম বদলের ধুম ধাড়াক্কায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দেশের মানুষ।

আমলারা ব্যাস্ত কাজ ফেলে অকাজে, সাইনবোর্ড বদলাও, ষ্টেশনারী পাল্টাও। খরচের শ্রাদ্ধ। আর বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ থাকলো তো কথাই নেই। বোঝার উপর শাকের আঁটি।

এই নৈরাজ্য কি বন্ধ করা যায় না। যায় বই কি। শুধু দরকার একটু শুভবুদ্ধি। যারা ক্ষমতায় থাকেন, তারা যদি নামকরনের ব্যাপারে একটা নীতিমালা মেনে চলেন, তবে বোধহয় একটা সমাধান মিললেও মিলতে পারে। নীচের বিষয় ভেবে দেখা যায় -

১. সরকারী প্রতিষ্ঠানের নামকরনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটা স্বাধীন (আসলেই) পরিষদ গঠন। এ পরিষদের অনুমোদন ছাড়া কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের নামকরন বা নাম পরিবর্তন করা যাবে না।
২. ব্যাক্তির নামে নামকরন হলে, ব্যাক্তির সাথে প্রতিষ্ঠানের পেশাগত সম্পর্ক থাকতে হবে। যেমন - হাসপাতালের নামকরন হবে কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরন করা হবে কোন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, ষ্টেডিয়ামের নামকরন করা হবে কোন খ্যাতনামা খোলোয়ারের

নামে।

৩. সরকারী প্রশাসন ভবনের নাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নামে হতে পারে।
৪. এক ব্যাক্তির নামে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া যাবে না।

এতে অরাজনৈতিক ব্যাক্তি বনাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নামে সরকারী প্রতিষ্ঠানের নামকরনের ভারসাম্য রক্ষিত হবে। বিশাল জনগোষ্টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আরো বেশী করে সম্পৃক্ততা এবং আত্মীয়তা অনুভব করবেন।

এতে নামকরন এবং নাম বাতিলের পাগলামি রোগের নিদান হলেও হতে পারে। আমি অন্ততঃ আশাবাদী।